২৬-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ৩১-১২-৮৩ মধুবন

"শ্রীমৎ রূপী হাত যদি সদা তোমার হাতে থাকে, তবে সমগ্র যুগ তোমার হাত তাঁর হাতে দিয়ে চলতে থাকবে"

আজ সাগর তীরে অর্থাৎ মধুবনের তীরে মধুর মিলন উদযাপন করতে প্রীতম (মাশুক) তাঁর রুহানী প্রিয়তমাদের (আশিকদের) সাথে মিলিত হতে এসেছেন । সবাই তোমরা কতো দূর দূর থেকে মিলনোৎসব পালন করতে এসেছো, কেন ? এমন ওয়ান্ডারফুল প্রীতম সারা কল্পে তোমরা খুঁজে পাবেনা । মাশুক তো এক কিন্তু আশিক কতো ! এক মাশুকের অনেক আশিক । সুতরাং আজ বিশেষভাবে বাবা আশিকদের মহফিলে এসেছেন । মজলিশে তোমরা অনুষ্ঠান করো, কোনকিছু তোমাদের শোনাতে হয়না । তাইতো আজ বাবা তোমাদের জ্ঞান শোনাতে আসেননি, তিনি তোমাদের সাথে মিলিত হতে এবং মিলনোৎসব উদযাপন করতে এসেছেন । ডবল বিদেশি বাচ্চারা আজকের দিন উদযাপন করতে বিশেষভাবে এসেছেন । নববর্ষের উৎসব পালনের সঙ্কল্প নিয়ে এসেছে । এই নববর্ষে বাপদাদাও স্নেহ আর সহযোগসম্পন্ন অভিনন্দন জানাচ্ছেন । সঙ্গমযুগ নতুন যুগ । ভবিষ্যৎ সত্যযুগ, বর্তমান এই নতুন যুগের এবং নতুন জীবনের প্রালব্ধ প্রাপ্তি । ব্রাহ্মণদের কাছে এখনের এটাই নবযুগ আর শ্রেষ্ঠ যুগ । যে মুহূর্তে তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো, তখন থেকেই নতুন যুগ, নতুন সংসার, নতুন দিন, নতুন রাত শুরু হয়ে গেছে । এই নতুন যুগের নতুন জীবনের প্রতি মুহূর্ত পদমতুল্য, হীরাসম । সত্যযুগে এই গীত তোমরা গাইবে না, 'মনে হয় যেন এই দিন নতুন, রাত নতুন' । শুরু থেকেই বাপদাদা কোন গীতের মাধ্যমে বাচ্চাদের জাগিয়েছেন ! সেই গীত মনে আছে ? "জাগো সজনীরা জাগো" . . . কেন জাগবে তোমরা ? কারণ নতুন যুগ এসেছে । এটাই তোমাদের শৈশবের গীত, তাই না ! এখন তোমরা নতুন নতুন গীত বানিয়েছো । আদি গীত বাবা তো এটাই শুনিয়েছিলেন, তাই না ! তাহলে নবযুগ কখন ? এখন ! পুরানো ছাড়াও এটা নতুন, তাই না ! তোমাদের পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো জীবন এখন পরিবর্তিত হয়ে নতুন জীবনে এসেছো । তোমরা বেহুঁশ ছিলে । তোমরা কে , এই হুঁশ ছিলো তোমাদের ? তাহলে তোমরা তো বেহুঁশই ছিলে, তাই না । বেহুঁশ অবস্থা থেকে হুঁশ ফিরেছে । নতুন জীবন অনুভব করেছো, চোখ খোলার সাথে সাথেই নতুন সম্বন্ধ, নতুন সংসার দেখেছো, তাই না ! সেইজন্য নতুন যুগে নতুন যুগের এবং নতুন বছরের অভিনন্দন ।

লৌকিক দুনিয়াতেও মানুষ পরস্পরকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে । বাস্তবে, তারা কখনো এভার হ্যাপি হয়না, কিন্তু বলবে এভার হ্যাপি । তোমরা কি সত্যি সত্যিই এখন বলবে হ্যাপি নিউ ইয়ার, বরং তোমরা বলবে হ্যাপি নিউ যুগ । সমগ্র যুগই খুশির যুগ । যখন তোমরা হ্যাপি নিউ ইয়ার বলো তো অভিনন্দন জানানোর সময় কি বলো ? ফরেনের রীতি প্রথমে সকলে হাতে হাত মেলায় অর্থাৎ করমর্দন করে । বাপদাদা কিভাবে তোমাদের সাথে হাত মেলান ? স্থূলভাবে তো তারা এক সেকেন্ডের জন্য হাত মেলায়, কিন্তু বাপদাদা সারা যুগই তোমাদের সাথে হাত মেলান অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ রূপী হাত দিয়ে তোমাদের সাথে হাত মেলান এবং অন্তেও তিনি তোমাদের তাঁর সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যান । শ্রীমতের হাত সদা তোমাদের সবার সাথে আছে, এইজন্য সারা যুগ তাঁর হাতে হাত দিয়ে চলতে থাকো । হাতে হাত দিয়ে চলাও স্নেহের লক্ষণ এবং সহযোগেরও লক্ষণ । কেউ কখনো চলতে চলতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে অন্যজন হাত ধরে একসাথে চলে, তাই না ! রুহানী মাশুক কখনও আশিকদের হাত ছাড়েন না । তাঁর প্রতিজ্ঞা, শেষ পর্যন্ত তাঁর হাত এবং সাথ তোমাদের সঙ্গেই থাকবে

। তোমরা সব আশিক শক্ত করে তাঁর হাত ধরেছো তো ? ঢিলেঢালাভাবে ধরনি তো ? ছেড়ে দেবেনা, তাই না ! যারা ছেড়ে দিয়ে আবার ধরে তারা হাত উঠাও ! এখানে সেইরকম কেউ আছে, যারা কখনো ছাড়ে বা কখনো ধরে ? এই বিশেষত্ব তাদের যারা কোনকিছু লুকায় না । তারা সত্যিই বলে, তাদের সত্য বলার জন্যই অর্ধেক বিঘ্ন শেষ হয়ে যায় । যতই হোক, শক্তিহীন সওদা কতদিন পর্যন্ত ? পুরানো বছরে পুরানো রীতি রেওয়াজ সমাপ্ত করতে চলেছো, তাই না ! নাকি নববর্ষেও একই রীতি রেওয়াজ চলবে ? এখন পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তাতে ফুলস্টপ লাগিয়ে, তাঁর হাত ধরা এবং সদা তাঁর সাথে থাকার স্মৃতির বিন্দি (টিপ) লাগাও । বিশেষ দিনে অথবা খুশির দিনে, তারা সৌভাগ্যের এবং সুখ-সমৃদ্ধির চিহ্নরূপে বিন্দি অর্থাৎ তিলক লাগায় । স্মরণের বিশেষ ভাট্টির দিনে তোমরাও সবাই স্মৃতির বিন্দি লাগাও, তাই না ! কেন লাগাও ? ভাট্টির দিনে বিশেষভাবে কেন তিলক লাগাও ? সারাদিন সহজ এবং শ্রেষ্ঠ যোগীর প্রতিমূর্তি হয়ে থাকতে দৃঢ় প্রত্যয়ের লক্ষণ হিসেবে ওই দিনে তিলক লাগাও । সুতরাং যারা আজও কিছুটা দুর্বল আছো, তারা নিজেদের দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা ফুলস্টপের তিলক লাগাও, দ্বিতীয়তঃ, তোমাদের সমর্থস্বরূপের তিলক লাগাও । বিন্দি লাগাতে জানো তোমরা ? পাণ্ডবরা জানে, কিভাবে বিন্দি লাগায় । আচ্ছা, শক্তিরা সবাই বিন্দি লাগাতে জানে ? অমোচনীয় বিন্দি । আজ সকালে সবাই তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ? তোমরা সমারোহ উৎসব পালন করতে যাচ্ছ, তাই না ? (ম্যারেজ সমারোহ পালন করতে যাচ্ছি) এখনও তোমাদের ম্যারেজ হয়নি ! তোমরা এখনো বাচ্চা-কাচ্চার জন্ম দাওনি ! তোমাদের ম্যারেজ তো হয়ে গেছে, কিন্তু তোমরা এসেছো ম্যারেজের বার্ষিকী (বিবাহ-বার্ষিকী) পালন করতে । যাদের ম্যারেজ হয়নি, তারা হাত ওঠাও । যতই না বোঝা বা না জানার ভান করো না কেন মাশুক কিন্তু তোমাকে একা ছাড়বেন না । কারণ তিনি জানেন, ছেড়ে দিলে তোমরা যাবে কোথায় ! আজকাল যেমন বিদেশের রেওয়াজ হয়েছে ঘর-পরিবার ছেড়ে হিপ্পি হয়ে যায় । তাহলে তোমরাও কি হিপ্পি হয়ে যেতে চাও ? এভার হ্যাপি হবে নাকি হিপ্পি হবে ? তাদের যে হাল হয়, তা' তোমরা দেখতেও পারবে না ! সবাই তোমরা রাজ্য অধিকারী, এইজন্য বাপদাদা জানেন যে মাঝে মাঝে তোমরা খামখেয়ালি হয়ে যাও । যাই হোক, বাপদাদা তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি তোমাদের তাঁর সাথে নিয়ে যাবেন আর তাই তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারবেননা, এইজন্য তাঁর সাথে তোমাদের যেতেই হবে । আচ্ছা ।
নতুন বছরে তোমরা নতুনত্ব কি করবে ? নতুন কোনো কিছু তো করবে, তাই না ! কোনো প্ল্যান বানিয়েছো ? নিমিত্ত টিচাররা কোনো প্ল্যান বানিয়েছে ? এই দেশে গীতার ভগবানকে প্রত্যক্ষ করবে, কিন্তু বিদেশে তোমরা কি করবে ? যে বিষয়গুলো এখনো বাকি থেকে গেছে সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসা খুব ভালো ব্যাপার । সময় অনুসারে সবকিছু প্র্যাকটিক্যাল হয়ে চলেছে । এই ব্যাপারে ভারতে তোমরা তো কাড়া-নাকাড়া বাজাবেই । ধর্মীয় নেতাদের জাগাবে এবং আকুলতাও তৈরি করবে । যখন কেউ কেউ সামান্য জেগে "এটা খুব ভালো" বলে আবার নিদ্রাবস্থায় ফিরে যাবে তাদের জন্য, ঘুম থেকে না উঠলে যেমন তার ওপর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দাও, তেমনই ভারতবাসীর ওপরেও জল ঢেলে দিলে তারা জাগবে । আচ্ছা - এই বছরে তাহলে তোমরা কি নবীনত্ব দেখাবে ?

লৌকিক দুনিয়ায় যেখানেই অস্থিরতা দেখা দেবে, সেই অস্থিরতার স্থানে সদা খুশির অচল স্থিতির ধ্বজা অনুক্ষণ ওড়াতে হবে । গভর্নমেন্ট অস্থিরতার মধ্যে হতে পারে, কিন্তু প্রভুর গুপ্ত রত্নসকল, সম্পন্ন এবং অচল হওয়ার বিশেষ ধ্বজা নিরন্তর ওড়াতে থাকবে । গভর্নমেন্টেরও অ্যাটেনশন থাকবে, এই দেশে গুপ্ত বেশধারী কোন অনন্যসুলভ আত্মারা আছে, যারা সারা দেশে সম্পূর্ণভাবে অনন্য, চমৎকার

! যারা নিজেদের ধনে দরিদ্র ভাবে তাদের অবিনাশী ধনে সম্পন্ন করে, সবকিছুতে তাদের ভরপুর হওয়ার এবং সদা পদমাপদমপতি হওয়ার অনুভব করাও । এমন তরঙ্গ বইয়ে দাও, যাতে তারা ধনের দারিদ্র্য ভুলে যায় । যে-ই আসবে তার যেন উপলব্ধি হয় অন্তহীন সম্পদে সে ভরপুর হয়ে গেছে এবং এটা অন্য রকমের ধন, যার দ্বারা স্থূল ধনও নিজে থেকেই কাছে এসে যায় । দুঃখের কারণ হয়না । আচ্ছা ! তাহলে বিদেশে নতুন বছরে তোমরা কোন নবীনত্ব আনবে ?

সেন্টার তো ক্রমাগত খুলছেই আর খুলতেও থাকবে । এখন এই বছর, বিদেশেও বিশেষ কোয়ালিটি সার্ভিস বিশেষ রূপে হওয়া উচিৎ । যতোই হোক, সবাই তোমরা বিশেষ কোয়ালিটির, কিন্তু এখন তোমরা সব কোয়ালিটি আত্মারা, অন্য আরও বিশেষ কোয়ালিটি আত্মাদের, যারা স্থাপনার কার্যে সহযোগী হতে পারবে, বিদেশের চারিদিক থেকে এমন আত্মাদের এক গ্রুপ তৈরি করো, যে গ্রুপ ভারতবাসীর সেবার্থে বিশেষভাবে নিমিত্ত হতে পারে । যারা চতুর্দিকে আওয়াজ তুলবে, সেই নামীগ্রামী (বিখ্যাত) সকলে আলাদা গ্রুপের । যাই হোক, এই গ্রুপ তোমার সম্বন্ধের হতে হবে, সেখানে অন্য গ্রুপ শুধুমাত্র তোমার সংস্পর্শে থাকবে । এই গ্রুপ কোয়ালিটি হতে হবে এবং কাছের সম্বন্ধের হতে হবে । জীবনের বিশেষ পরিবর্তনে তোমরা অনুভাবী । অতএব, তোমাদের অনুভব দ্বারা বিশেষ উত্তরাধিকারী কোয়ালিটি আত্মা বেরোতে থাকে । সেই গ্রুপই হলো সেবার নিমিত্ত এবং এরা উত্তরাধিকারী কোয়ালিটি সেবাধারী গ্রুপ । তাদের নামীগ্রামীও হতে হবে এবং উত্তরাধিকারীও হতে হবে । যখন এইরকম গ্রুপ বিদেশে তৈরি হয়, তখন তাদের এই দেশে সেবা পরিক্রমণ করাও । তোমাদের অনুভবের শক্তি দ্বারা সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় নেতা এবং সবরকম আত্মাদের সেই একই অনুভব করার ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে । সুতরাং পরিক্রমণ করে এইরকম উত্তরাধিকারী সেবাধারী কোয়ালিটির গ্রুপ তৈরি করো । বুঝেছ তোমরা !

বিদেশে চারিদিকে আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার সাধন সহজ । এই কারণে বিদেশে আওয়াজ ছড়িয়েও পড়ছে আর ছড়িয়ে পড়তে থাকবে । কিন্তু ভারতে আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার সাধন এত সহজ নয় । ভারতবাসীকে জাগানোর জন্য তোমাদের পার্সোনাল সেবা প্রয়োজন । আর সেটাও তোমাদের খুব সিম্পল অনুভবের দ্বারা সেবা হবে । ভারতবাসী যখন পরিবর্তনের বিশেষ অনুভব শুনবে তখনই পরিবর্তন হবে । ভারতবাসী অনেক বেশি আকৃষ্ট হয় যখন তারা এইরকম বিশেষ অনুভাবী, যাদের জীবনের তেমন শক্তিশালী পরিবর্তনের কাহিনী শোনে । ভারতে কথা কাহিনী শোনার রেওয়াজ আছে । বুঝেছ তোমরা ? -
বিদেশিদের কি করতে হবে ! এত সব টিচার এসেছে, সুতরাং সেইরকম গ্রুপ তৈরি করে এখানে নিয়ে এসো । আচ্ছা
!
নববর্ষের জন্য বিশেষ উপহার হিসেবে বাপদাদা তোমাদের - "বরদানের মালা" দিচ্ছেন । যখন সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়, তোমাদের বরমালা পরানো হয় । বাপদাদা তোমরা সব আশিকদের বরদান মালা উপহার দিচ্ছেন । তোমরা সদা সন্তুষ্ট থাকো এবং এই সন্তুষ্টির সাথে অন্যকেও সন্তুষ্ট করো । প্রত্যেক সঙ্কল্প বিশেষত্বে পরিপূর্ণ হতে দাও । প্রত্যেক সঙ্কল্প, বোল এবং কর্ম যেন বিশেষত্বে পূর্ণ হয় । সদা এইরকম বিশেষত্ব সম্পন্ন থাকো । সদা সরল স্বভাব, সরল বোল, সরলতা সম্পন্ন কর্ম হতে হবে । এইভাবে সরলতার প্রতিমূর্তি হয়ে থাকো । সদা একের মতে , একের সাথে সর্ব সম্বন্ধ , একের থেকে সর্বপ্রাপ্তি এইরকম নিরন্তর একের সাথে হওয়ার অর্থাৎ সদা একরস থাকার সহজ অভ্যাস থাকবে ।

সদা খুশি থাকো আর খুশির খাজানা বিতরণ করো । খুশির তরঙ্গ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দাও । একইভাবে, সদা খুশির হাসি তোমাদের চেহারায় ঝলমলকরতে দাও । এইরকম সদা উৎফুল্ল থাকো । সদা স্মরণে থেকে উন্নতি করো । সদাসর্বদা বরদান মালা তোমার সাথে রাখো । বুঝেছ তোমরা ? এটা হলো নতুন বর্ষের উপহার । আচ্ছা !

এইভাবে যাদের সদা বরদান থাকে, যারা সদা তাঁর হাত এবং সাথের অমর শ্রেষ্ঠ আত্মা, প্রতি সঙ্কল্পে যারা নতুনত্বের বিশেষত্ব বাস্তব জীবনে নিয়ে আসে, সেইরকম বিশেষ আত্মাদের নব যুগের এবং নব বর্ষের অমর স্মরণ-স্নেহ ; উড়তি কলার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

পার্সোনাল সাক্ষাৎকারঃ -

সদা নিজেদের পুণ্য আত্মা মনে করো ? সবচেয়ে বড় থেকেও বড় পুণ্য অন্যদের বাবার সন্দেশ (বার্তা) দিয়ে তাদের বাবার বানানো । যারা এইরকম শ্রেষ্ঠ কর্ম করে তারা পুণ্য আত্মা, কারণ, এই সময়ের পুণ্য আত্মা সদাকালের পূজ্য হয়ে যায় । শুধুমাত্র পুণ্য আত্মাই পূজ্য আত্মা হয় । অল্পকালের পুণ্যও ফলের প্রাপ্তি করায়, সেটা অল্পকালের, এটা অবিনাশী পুণ্য কারণ তোমরা তাদের অবিনাশী বাবার বানাও । এর থেকে তোমরা যে ফল লাভ করো, সেটাও অবিনাশী । জন্ম জন্ম ধরে তোমরা পূজ্য আত্মা হয়ে যাও । অতএব, নিরন্তর নিজেদের পুণ্য আত্মা জেনে সদা পুণ্য কর্ম করতে থাকো । পাপের খাতা সমাপ্ত হয় । অতীতের পাপের খাতাও সমাপ্ত হয়ে যায় । কারণ পুণ্য করতে করতে পুণ্য কর্ম শ্রেষ্ঠত্বের দিকে যেতে থাকবে, আর পাপ পুণ্যের নিচে চাপা পড়ে যাবে । পুণ্য করতে থাকলে পুণ্যের ব্যালেন্স বেড়ে যাবে এবং পাপ কম হয়ে যাবে অর্থাৎ শেষ হয়ে যাবে । শুধু চেক করো, প্রতিটা সঙ্কল্প পুণ্য সঙ্কল্প হয়েছে কিনা, প্রতিটা বোল পুণ্যের বোল হয়েছে কিনা ! অবশ্যই কোনো ব্যর্থ বোল হবেনা । ব্যর্থের দ্বারা পাপ কাটবে না এবং পুণ্যের ফল লাভ করাও হবেনা । এইজন্য প্রতিটা কর্ম, প্রতিটা বোল, প্রতিটা সঙ্কল্প পুণ্যের হতে হবে । সর্বদা মনে রেখো, এইরকম সদা পুণ্য কর্ম করেই তোমরা শ্রেষ্ঠ এবং পুণ্য আত্মা । সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ আত্মাদের কাজই কি ? পুণ্য করার জন্য যতো পুণ্য কর্ম তোমরা করো, ততোই খুশিও অনুভব হয় । যখন তোমরা চলতে ফিরতে কাউকে বার্তা দাও, সেই খুশি কতো সময় স্থায়ী হয় ! সুতরাং, পুণ্য কর্ম সদা তোমাদের খুশির খাজানা বাড়িয়ে দেয়, আর পাপ কর্ম তোমাদের খুশি নষ্ট করে । যদি কখনো খুশি কম হয়, তাহলে বুঝবে কোনও বড় পাপ না করলেও অল্প হলেও ছোটো পাপ অবশ্যই করা হয়েছে । দেহ-অভিমানী হওয়াও পাপ, কারণ বাবাকে মনে না থাকলে পাপই হবে, তাই না ! এইজন্য সদা পুণ্য আত্মা ভব । আচ্ছা ।

রাত বারোটা'র পর সকল বাচ্চাকে অভিনন্দন

সকল স্নেহী হারানিধি, সদা সেবাধারী বাচ্চাদের নতুন উদ্যম-উৎসাহে ভরা নতুন জীবনের, নতুন বর্ষের অভিনন্দন । সঙ্গমযুগ নবযুগ, যে যুগে প্রতিটা মুহূর্ত নতুন, প্রতিটা সঙ্কল্প নতুন থেকেও নতুন উদ্যম -উৎসাহ নিয়ে আসে । এমন যুগে নতুন বছরে বাপদাদা সদা তোমাদের অভিনন্দন দিয়েই থাকেন, তবুও বিশেষ দিনে বিশেষ স্নেহ-স্মরণ দিচ্ছেন । সুতরাং, তোমরাও নিজেদের জন্য সর্বদা নতুন নতুন সেবার প্ল্যান বানিয়ে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করো আর অন্যদের নিজেদের নবীন জীবন দ্বারাও প্রেরণা দিতে থাকো । লন্ডন নিবাসী বা যারাই বিদেশে থাকে, তাদের থেকে বাপদাদা নিউ ইয়ারের গ্রিটিংস কার্ডও পেয়েছেন, অনেক অনেক পত্রও পেয়েছেন । তিনি বিভিন্ন উপহারও পেয়েছেন । এমন নতুন যুগে যে বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ কর্ম করে এবং নতুন যুগের সৃজন করে, বাপদাদা সেই সকল বাচ্চাদের নতুন বছরের জন্য বিশেষ বরদানপূর্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন । সবাই তোমরা ভালোবেসে এবং মেহনত

করে খুব ভালো সেবা করছো আর স!দা সেবায় বিজি থেকে তোমাদের সেবা দ্বারা অন্যদেরও বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে সমর্থ বানাচ্ছো । আচ্ছা !
দেশ-বিদেশের সব বাচ্চাদের বারবার বিশেষ শুভেচ্ছাসহ স্নেহপূর্ণ স্মরণ ।

বরদানঃ - তোমাদের অবশিষ্ট তন-মন-ধন ঈশ্বরীয় কার্যে লাগিয়ে সবকিছু একত্রিত করে সদা সহযোগী ভব

গোবর্ধন পর্বত ওঠাতে স্মরনিকায় সবার যে এক আঙুল দেখানো হয়েছে, তা' তোমাদের সহযোগের চিহ্ন । স্মৃতিচিহ্নের ছবিতে তারা বাবার সাথও দেখিয়েছে, সেবাও দেখিয়েছে । এখন তোমরা বাচ্চারা বাপদাদার সহযোগী হয়েছো, এই কারণেই স্মারক তৈরি হয়েছে । ভক্তিতে তন-মন -ধন যা কিছুই ব্যবহার করেছো, ৯৯% তা' নষ্ট হয়েছে । বাকি অবশিষ্ট ১% এখন প্রকৃত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরীয় কার্যে লাগাও এবং আবারও তোমাদের পদমগুণে জমা হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ - যারা নির্মান হয় অর্থাৎ নিরহঙ্কারী হয় তাদের স্বতঃই সবার কাছে মান প্রাপ্ত হয় ।